

মানুষের জীবনে সাফল্য অর্জনের পৈছনে যেসব গুণ অপরিহার্য সেসবের মধ্যে কর্তব্যনিষ্ঠা অন্যতম। কেননা মানুষ তার কর্মের মাধ্যমেই মহৎ মর্যাদাবান ও প্রশংসাধন্য হয়ে ওঠে। কর্তব্যনিষ্ঠা বলতে করণীয় বা পালনীয় দায়িত্ব সম্পাদনে আগ্রহ, আন্তরিকতা ও কর্মনিষ্ঠাকে বোঝায়। প্রত্যেক মানুষকেই জীবনে নানা রকম দায়িত্ব পালন করতে হয়। জীবিকার বৈচিত্র্যের জন্য মানুষের দায়িত্বও হয় বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাছাড়া একেকজনের কর্মদক্ষতাও একেক রকম। মানুষ তার কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজ করে পরিবার তথা সমাজের চাহিদা পূরণ করে। পরিবারের সদস্যদের ভালো-মন্দ দেখা, প্রয়োজনীয় সহায়তা করা মৌলিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। একইভাবে সমাজের সদস্য হিসেবে সমাজের প্রয়োজনে কর্তব্য পালন করা অবশ্যই উচিত। কর্তব্য পালনে অনীহা, শিথিলতা বা অবহেলা অনেক বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য উপযোগী ও উন্নত পরিবেশ একান্ত অপরিহার্য। স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারলে নিজ যোগ্যতা ও ক্ষমতা বিকাশ লাভ করে। কর্তব্য পালনে সদিচ্ছা ও নিষ্ঠার বিকল্প নেই। অবশ্য মহান কর্তব্য পালনের জন্য দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, নিষ্ঠা ও ধৈর্য একান্ত আবশ্যিক। প্রকৃতপক্ষে কর্তব্যনিষ্ঠাই সাফল্যকে নিশ্চিত করে। একটি কর্তব্য সম্পাদনের পুরস্কার হলো পরবর্তী কর্তব্য সম্পাদনের শক্তি অর্জন। কর্তব্যনিষ্ঠা মনোযোগকে স্থির করে, কাজকে দ্রুত করে এবং আস্থা অর্জনে সহায়তা করে। এতে কাজের দক্ষতা বাড়ে এবং যোগ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হয়। ফলে কাজের গতি বাড়ে, উৎপাদন বাড়ে এবং সমৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। এভাবে ব্যক্তির কর্তব্যনিষ্ঠার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে। কাজেই ব্যক্তি, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় যেকোনো কাজে কর্তব্যনিষ্ঠা একান্ত অপরিহার্য।

## ৩২. বসন্তকাল

[চ. বো. '১৯]

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি এই বাংলাদেশ। ঋতুবৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণেই এ দেশকে বলা হয় রূপসী বাংলা। ছায়ায় হাজার বর্গমাইলের এদেশটি যেন ষড়ঋতুর এক অপূর্ব মিউজিয়াম। আর বাংলা বর্ষপঞ্জির সর্বশেষ ঋতুর নাম বসন্ত। ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস বসন্তকাল। বসন্তকে বলা হয় ঋতুশ্রেষ্ঠ বা ঋতুরাজ। মূলত প্রতিটি ঋতু এখানে আসে স্বাতন্ত্র্যের অনুপম রূপসজ্জায়। রূপের ঐশ্বর্যে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে বাংলার আকাশ-বাতাস, পথ-প্রান্তর, ফসলের মাঠ। অনুপম বৈচিত্র্যময় ঋতুরঞ্জের এমন বাহারি প্রকাশ বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না। তাই রূপমুগ্ধ করি তাঁর আবেগমিশ্র উচ্চারণে বলেন— 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।' বাংলাদেশের সবুজ-শ্যামলিমায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার ঋতুবৈচিত্র্যের মধ্যে চমৎকারভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। বারো মাসে ছয় ঋতুর এ দেশে প্রতিটি ঋতু তার অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে আগমন করে এবং নিজের অনিন্দ্য সৌন্দর্য উপহার দিয়ে চলে যায়। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এদেশে ঋতুর আবির্ভাব ঘটে এবং পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়। তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ এবং রূপ-ঐশ্বর্যে ঋতুগুলো একটি থেকে আরেকটি পৃথক। প্রতিটি ঋতুর ভিন্ন ভিন্ন রং ও

www.abswer.com

www.abswer.com

## নির্মিতি (রচনামূলক) অংশ ▶ অনুচ্ছেদ রচনা

১১৫ ১৬

সৌন্দর্য আকৃষ্ট করে প্রকৃতিপ্রেমিক মানুষকে। স্বভাবে ও মেজাজে এক-একটি ঋতু এক-এক রকম। ফাল্গুন-চৈত্র দুই মাসে বসন্ত ঋতুও আসে বৈচিত্র্যময় অনাবিল সৌন্দর্য নিয়ে। শীত শীত মাঘের শেষে শুরু হয় ঋতুরাজ বসন্তের আগমনী গান। আসে সবুজ কচি কিশলয় শোভিত পুষ্প রতির পরম লগ্ন। দখিনা হাওয়ায় ভরে যায় মন-প্রাণ। বাতাসে ফুলে ওঠে নৌকার রঙিন পাল। রঙিন হয়ে ওঠে নর-নারীর ঘরোয়া জীবন। নতুন পাতায় রোদ লেগে পাল্লার মতো ঝলমল করে। বসন্তের গানের পাখি কোকিল ছড়িয়ে দেয় উদাস করা কুহুতান। ফুলে ফুলে প্রকৃতির নতুন সাজ। সুবাসমাখা বাতাসে মাতোয়ারা বাংলার প্রকৃতি। মন গেয়ে ওঠে 'ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে...'। এমনই মন-প্রাণ পাগল করা বসন্তকালের মৃদু-মন্দ দখিনা বাতাসের জাদুস্পর্শে বর্ণ-বিরল বাংলাদেশের সর্বাত্মক লাগে অপূর্ব পুলকপ্রবাহ, বন-বীথির রিক্ত শাখায় জাগে কচি-কচি পাতার অফুরন্ত উল্লাস। বাতাসের মৃদু মর্মর ধ্বনি এবং দূর বনান্তরাল থেকে ভেসে আসে কোকিলের গান এবং প্রকৃতি হয়ে ওঠে মায়াময় প্রাণময় আনন্দভুবন। অশোক-পলাশের রঙিন বিহ্বলতায়, শিমুল-কৃষ্ণচূড়ার বিপুল বিন্যাসে বিকশিত মধুমালতী ও মাধবী-মঞ্জরির গন্ধমন্দির উছল প্রগলভতায় সমগ্র গগনতলে বর্ণ, গন্ধ ও গানের তুমুল কোলাহলে শুরু হয়ে যায় এক আশ্চর্য মাতামাতি। তখন আনমনে গেয়ে ওঠে 'মহুয়ার মালা গলে কে তুমি এলে/নয়ন ভুলানো রূপে কে তুমি এলে।' বসন্তকে এ কারণেই বলা হয় ঋতুরাজ। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার ফলে সুখকর সময়কটানো যায় এসময়। এই ঋতুতে অনেক উৎসব হয়, বিশেষ করে হিন্দুদের বাসন্তী পূজা, দোলযাত্রা, চৈত্রসংক্রান্তি প্রভৃতি উৎসব বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বসন্তকালের প্রথম দিকেই 'ভালোবাসা দিবস' পালিত হয় মহা ধুমধামে এবং নগরকেন্দ্রিক বসন্ত উৎসবও আয়োজন করা হয় মহাসমারোহে। এ সবই ঋতুরাজ বসন্তের উপহার। রূপসী বাংলার এই অপরূপ রূপবৈচিত্র্য শহরবাসী ও শহরমুখী বাঙালিরা আজ খুব একটা অনুভব করতে পারে না সত্য কিন্তু ঋতুরাজ বসন্তের নিমন্ত্রণ ও বসন্তের দূত কোকিলের গান তাদের অন্তরে বেজে চলে নিরন্তর।

## ৩৩. রূপসী বাংলা

[ব. বো. '১৯]

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি এই বাংলাদেশের বন-বনানী, বিশাল ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্রনৈকত, হাওর-বাঁওড়, ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ ভ্রমণপিপাসু উৎসাহী মানুষকে আকৃষ্ট করে আসছে। রূপমুগ্ধ কবির ভাষায় এই দেশকে বলা হয় রূপসী বাংলা। কবি বলেন, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।' অপূর্ব প্রাকৃতির সৌন্দর্যের এই দেশের যেকোনো চোখ যায়— দেখা যায় সবুজ প্রকৃতির অপার সমারোহ। প্রকৃতি যেন তার অনিন্দ্য সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে বসেছে। সবুজ বনের পাখ-পাখালি, ফুল-ফল, নীলাকাশ, নাও-নদী, খাল-বিল, শাপলা-শালুক মিলে যেন এদেশকে আরও রূপসী করে তুলেছে। বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে সমতল ভূমি, পাহাড়-টিলা, সুন্দরবন। ঋতুতে ঋতুতে আছে রঙের বৈচিত্র্য কিন্তু প্রত্যেক ঋতুই আপন আপন বৈশিষ্ট্যে অনন্য। রূপে-রসে-গন্ধে ভরপুর করে তোলে এই অপূর্ব লীলা নিকেতন। সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা এই দেশ অকৃপণভাবে তার সৌন্দর্য বিলিয়ে দিচ্ছে সবাইকে। দক্ষিণের বিশাল সমুদ্রের উত্তাল প্রতিধ্বনি যেন অলৌকিক মায়াজাল সৃষ্টি করে, আর উত্তরের পাহাড় দেয় পাহারা। জালের মতো ছড়িয়ে থাকা নদ-নদীতে বর্ষার জল ভরে গিয়ে সৃষ্টি হয় নয়নাভিরাম সৌন্দর্য। অতিথি পাখিসহ কত রং-বেরঙের পাখি ওড়াউড়ি আর গান করে এই বাংলায়। এ আরেক কাকলিমুখর ভিন্ন মাত্রার বাংলাদেশ। সুরভিমাখা নানা রঙের ফুলে ফুলে ভরে ওঠে এ দেশের প্রকৃতি। নানান স্বাদের নানান বর্ণের ফলে ভরপুর বাংলাদেশ। ফুলে-ফলে, পাখির গানে উৎসবমুখর এই রূপসী বাংলার রূপ দেখে বিশ্বকবি উচ্চারণ করেন, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' প্রকৃতি আর মানবজীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যেই দেশের প্রকৃত সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। আমাদের এই অপরূপ প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য এদেশের মানুষের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এমনকি অনেক বিদেশিও এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে থেকে গেছেন স্থায়ীভাবে। শুধু জননী জন্মভূমি রূপেই নয়, রূপসী বাংলার ষড়ঋতুর বর্ণবৈচিত্র্যে, রসে-গন্ধে, গানে-গন্ধে আনন্দ্য সুন্দর সমারোহে নিত্য বহমান। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্তে নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে ওঠে বাংলার প্রকৃতি। আলাদা রং, আলাদা বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল রূপসী বাংলার অপরূপ রূপশোভা। আমাদের এই রূপসী দেশের মতো দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আর নেই।

মানবজীবনকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য পরিবার, সমাজ ও জাতীয় পর্যায়ে কিছু ইতিবাচক রীতিনীতি, নিয়ম-প্রথা ও আইন-কানুন সুচারুভাবে মেনে চলার মানসিকতাই হলো শৃঙ্খলাবোধ। এটা মানবজীবনের একধরনের কল্যাণমুখী বন্ধন। ব্যক্তিজীবনের সুষ্ঠু বিকাশে, নানাবিধ সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য সঠিক নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করতে হয়। প্রচলিত কল্যাণকর নিয়ম-কানুন পালন করে শৃঙ্খলাবোধকে সমুন্নত রাখতে হয়। শৃঙ্খলাবোধ মানুষের জীবনকে শান্ত, সুস্থির, ফলপ্রসূ করে তোলে। মানুষের ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব ও প্রতিভা বিকশিত হতে সহায়তা করে। এভাবেই মানুষের কল্যাণ ও উন্নতি নিশ্চিত হয়। নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব হলে, পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা হলে, মেহ ও সম্মান যথাযথ না হলে সর্বত্র দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও স্বেচ্ছাচারিতা। এর ফলে ব্যক্তি, সমাজ তথা জাতীয় জীবনের সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, উন্নতি ও অগ্রগতি স্থবির হয়ে পড়ে। যে সমাজে বড়দের সম্মান করা হয় না এবং ছোটদের মেহ করা হয় না, সেই সমাজ দ্রুত ভেঙে পড়ে। উত্তম নৈতিক চরিত্র, পারস্পরিক সুন্দর আচরণ, মানবীয় শৃঙ্খলা শৃঙ্খলাবোধকে শক্তিশালী করে। জীবনের গঠনপর্বে অর্থাৎ শিক্ষাজীবনেই শৃঙ্খলাবোধকে আয়ত্ত করতে হবে, লালন ও পালন করতে হবে। তাহলেই ছাত্রজীবন হয়ে উঠবে সুনাগরিক তথা মহৎ মানুষ হওয়ার কার্যকর সোপান। পাশাপাশি সুস্বাস্থ্যের জন্য কায়িক পরিশ্রম করতে হবে। সমাজ থেকে উচ্ছৃঙ্খলতা, সন্ত্রাস, জঙ্গিপন্য, দুর্নীতি ও দখলদারিত্ব সমূলে উচ্ছেদ করতে হলে সর্বত্র শৃঙ্খলাবোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে। দুর্নীতিপরায়ণ ও অসুস্থ সমাজ যাতে গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনে সুশৃঙ্খল সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই আমরা শৃঙ্খলাবোধকে উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে কার্যকর করতে সক্ষম হব।